97641 - যে নারী তার স্বামীকে প্রচণ্ডভাবে রাগিয়ে তালাক্ব চেয়েছে এবং স্বামী তাকে তালাক্ব দিয়ে দিছে

প্রশ্ন

আমি আমার স্বামীকে প্রচণ্ডভাবে রাগিয়েছি। তার কাছ থেকে তালাক্ব চেয়েছি এবং তাকে তালাক্ব দিতে বাধ্য করেছি। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে বলেছি: তুমি আমাকে তালাক্ব না দিয়ে বের হতে পারবে না। তখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় আমাকে তালাক্ব দিয়েছেন। আমাকে তালাক্ব দেয়ার তার কোন নিয়ত ছিল না। এখন আমি সেজন্য অনুতপ্ত। এই তালাক্ব কি পতিত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

রাগের অবস্থার কিছু তালাক্ব আলেমদের সর্বসম্মতক্রমে পতিত হয় না। আর কিছু তালাক্ব আলেমদের সর্বসম্মতক্রমে পতিত হয়। আর কিছু তালাক্ব নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। এটি নির্ভর করবে রাগের প্রকার ও মাত্রার উপর। ইতিপূর্বে 22034 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সার কথা হচ্ছে: যে রাগ ব্যক্তিকে তার অনুভূতি ও বোধশক্তি থেকে বের করে দেয়; এই রাগের অবস্থার তালাক্ব পতিত হবে না।

অনুরূপভাবে এত তীব্র রাগ যা মানুষকে তালাক্ব দেয়ার দিকে ধাবিত করে। যদি শান্ত ও বিচার-বিবেচনার পরিবেশে হত তাহলে সে ব্যক্তি তালাক্ব দিত না; এমন রাগের অবস্থার তালাক্বও একদল আলেমের নির্বাচিত মতানুসারে পতিত হবে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যেহেতু আপনার স্বামী প্রচণ্ড রাগের অবস্থায় তালাক্ব উচ্চারণ করেছেন; এ কারণে এই তালাক্ব পতিত হবে না।

দুই:

কোন নারীর জন্য তার স্বামীর কাছে তালাক্ব চাওয়া জায়েয নয়। যদি তালাক্ব চাওয়ার মত কোন কারণ থাকে যেমন- স্বামীর

দুর্ব্যবহার তাহলে ভিন্ন কথা। দলিল হচ্ছে ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘যে নারী কাঠিন্যের শিকার হওয়া ছাড়া তার স্বামীর কাছে থেকে তালাক্ব চায় সে নারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।’[সুনানে আবু দাউদ (২২২৬), সুনানে তিরমিযি (১১৮৭) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৫৫), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

কিন্তু যদি তীব্র রাগ ও মানসিক চাপের বশঃবতী হয়ে করে থাকে তাহলে তার উচিত আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুনরায় এ কাজ না করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।